PK
1718
.B4657
R384
1938
c.1
Gen

The University of Chicago Library

রাতের রূপকথা

(রুবাইয়াৎ)

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—রত্নেশ্বর মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

প্রথম সংস্করণ
(জুলাই ১৯৩৮)
এক টাকা

প্রিণ্টার—বরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
নিউ আর্য্যমিশন প্রেস
৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

পরম ভক্তিভাজনেষু—

সুন্দরের জয়যাত্রা চলেছে অনন্ত যুগ বাহি,
বাণী তার তব দ্বারে কর হানি' গেল যে ক'হিয়া
কত কথা! তুমি এলে বাহিরিয়া মধুচ্ছন্দ গাহি,
অমৃতের আশীর্ব্বাদ প্রাণপুটে লইলে বরিয়া।
সপ্তাশ্ব তপন-তেজ মূরছিল তোমার বিভায়
লুটালো চরণ-তলে; ধরিত্রী বিছায়ে দিল তার
শ্যামল অঞ্চলখানি মুগ্ধ মৌন স্নেহ-সুষমায়
এবিশ্বের কবি তুমি—তুমি কবি তার বেদনার।

শান্তি-স্নিগ্ধ তপোবন আপনার সুরভি-বিথার
পাঠাইল তব করে অতীতের দূর সীমা হতে,
তোমার কবিতা কাঁদে স্মরি' ব্যথা যক্ষের প্রিয়ার
অশ্রুজলে মালবিকা আলিম্পন আঁকে তব পথে।
আগত দিনের ভালে দিলে টীকা মহামহিমার
অনাগত কল্যাণের স্বপ্ন দোলে নয়নে তোমার।

অজয়

১

বিরহের মত রাত্রি ঘনায় আঁধার-কাজল মাখা ;
ঝড়ের হাওয়ায় কাঁদিয়া লুটায় ঝাউয়ের ক্লান্ত শাখা !
আকাশের হিয়া দীর্ণ করিয়া বিজলীর পরিহাস,
মানবের এই ধরামাঝে আজ দানবের উল্লাস।

রাতের রূপকথা

২

গৃহবাসীজন ঘুমায় বিলাসে মৃত্যু-গহীন ঘুম,
নিদালী-দেশের পরীরা আসিয়া নয়নে দিয়েছে চুম।
শান্তি-দেবতা বন্দী রয়েছে তাদের কুটীর মাঝে,
ঝড়ের বিলাপ দুয়ার বাহিরে ; হৃদয়ে কভু না বাজে।

৩

অবোধের সেরা মাটীর ঢেলা যে সেও গ'লে যায় জলে,
পাষাণে-ও নাকি রেখা জাগে শুনি ঝর্ণা যখন চলে।
আজি এ রাত্রি পরাজয় মানে মানুষের চরাচরে,
নিঝুম শান্তি পড়িয়াছে বাধা দুনিয়ার ঘরে ঘরে।

৪

আমার চোখের ঘুম নিয়ে বুঝি মানসী ঘুমায় সুখে
প্রেমের খেলার স্বপ্ন দেখিছে হাসি তাই জাগে মুখে,
সর্পিল ছাঁদে বাঁধা বেণী তার এলায়ে পড়েছে পাশে
অঙ্গ-সুবাসে কুটীর-স্বর্গে ঘুম ঘনাইয়া আসে।

৫

আমি জাগি একা—একা বুঝি নয় রাত্রিও জাগে সাথে,
আন্‌মনে আমি রেখেছিনু হাত মানসীর রাঙ্গা হাতে।
হাতের বাঁধন ছাড়ানো কঠিন পরাণ পরাণে বাঁধে
ছাড়াইতে যাই যেন ব্যথা পাই দুর্ব্বল হিয়া কাঁদে।

৬

দৈত্য-শিশুর নিশ্বাস যেন সহসা মত্ত বায়ু
পরখ করিল মোর কুটীরের কত আছে পরমায়ু,
ঝিমানো প্রদীপ চির-নির্ব্বাণে লভিল মুক্তি তার,
মনে হলো যেন আলো ছিল মায়া সত্য অন্ধকার।

৭

বাতায়ন-পাশে হাস্নুহানা সে সুরভি লইয়া কাঁদে
বক্ষে তিয়াসা কাঁদিছে বিশ্ব রূপ-মরীচিকা-ফাঁদে
জনম ভরিয়া দেওয়া হলো শুধু পাওয়া নাহি হলো কিছু
এই কি জীবন সমুখে আলেয়া আঁধার নিয়েছে পিছু ?

৮

ঘুমায় যাননী ঘুম নাহি মোর ঘুমের মহল মাঝে,
মনে হলো ঝড় বাহিরে থামিয়া অন্তরে মোর বাজে।
মানুষের প্রাণ কতটুকু আর ভাঙ্গিয়া পড়িবে বুঝি!
হেন মনে লয় আমার আমিরে পাবো না কোথা-ও খুঁজি।

৯

বাতায়নে আসি রহিনু বসিয়া হয়তো বা অকারণে,
হৃদয় আমার বাহিরে গিয়াছে বাহির এসেছে মনে,
দগ্ধ আঁখির দৃষ্টি-শায়কে আঁধার বিঁধিয়া চাহি
ঝঞ্ঝা তখন বিলাপি' কহিল "কিছু নাহি কিছু নাহি।—

১০

এই যে প্রদীপ নিভিয়া রয়েছে কে তারে জ্বালাবে আর?
নভো সীমা হতে যে-তারা খসেছে কে ফিরাবে জ্যোতি তার?
নয়ন উপাড়ি যারে দেছ তুমি সেকি দিল দেখ নাই
তোমার আকাশে ঝড়ের রাত্রি, বসন্ত আর ঠাঁই।"

১১

সহসা সুদূরে স'রে গেল যেন আঁধারের যবনিকা
কোথা যেন কেবা জ্বালায়ে দিয়েছে নীল আলোকের শিখা
নীল জ্যোছনার নীল দরিয়ায় তারা-পরীদল ভাসে
থামে নাই ঝড় মনে হল তবু ঝড় নাহি চারি পাশে।

১২

সময়ের চাকা সমুখ ভুলিয়া ঘুরিল পিছন পানে
আজিকার আমি চ'লে গেনু কোন্ অতীতের সন্ধানে !
নাগ-কেশরের কোন্ বন-ছায়ে চলেছিনু একা একা
বিষ-কণ্টকে কত সুধা এলো তুমি যবে দিলে দেখা।

১৩

সেদিন আকাশে একাদশী চাঁদ স্বপ্ন ছড়ায়ে দিল,
আজ মনে নাই রাখালের বাঁশি কিসুর বাজায়েছিল,
রূপ আর রসে মাটীর পৃথিবী কুমারী কন্যা যেন
কোন' দিন তারে বাসি নাই ভাল সেদিন বাসিনু কেন ?

১৪

আজ ঘুমে আছ আজ ভুলে আছ সেদিনের কথাগুলি
না চাহিতে মোরে দিয়েছিলে ফুল বেণীবন্ধন খুলি,
পুরানো পৃথিবী নূতন হইয়া নয়নে লাগিল ভালো
তুমি ছিলে সাথে প্রেম হিয়া-পাতে আর ছিল শুধু আলো।

১৫

মায়ার সরসী ছিল সেথা এক মায়ার সোপান তারি
তৃষিত আত্মা কত আসে হায় মিলে না তৃষায় বারি
তার পাশে মোরে আনিয়া কহিলে "দেখে নাও নিজ কায়া"
সরসীতে হেরি আমি নাই যেন আছে শুধু মোর ছায়া।

১৬

পাখার ঝাপটে নীড়খানা ভাঙ্গি কোন্ পাখী গেল চলে
গাছের পাতায় ছিল হিমকণা ঝরিল সে ভূমি-তলে
কহিলাম আমি "আজো আছে চাঁদ, আকাশ কাঁদিছে
কেন ?"
মনে আছে মোর তুমি কয়েছিলে "প্রেম ভীরু হয় হেন।"

১৭

যত কাছে থাকা তত ভয় বেশি পাছে বা হারায়ে যায়
হিয়ামাঝে রাখি হিয়া কেঁদে মরে অজানা কি ভাবনায়।
আমি কহিলাম, "মানসী আমার তাইকি কাঁদিছে আঁখি ?"
কে যেন কহিল, "আজ পেলে প্রেম, এত দিন ছিল ফাঁকি।"

১৮

সাগরের নীল নয়নে আনিয়া চাহিলে আমার পানে
কত ফাল্গুন আগুন জ্বালিল মোর শঙ্কিত প্রাণে,
নব-তৃণদলে শয্যা পাতিয়া এলাইয়া দিলে দেহ ?
সেদিনের প্রেম দেখিল আকাশ দেখিল না আর কেহ।

১৯

কমল পত্রে ব্যজনী করিয়া দুলাইনু সারা রাতি
পূবের চাঁদিমা অস্তাচলে সে হইল মলিন ভাতি,
নাম ধ'রে আমি ডাকিলাম ধীরে শুনিতে পেলে না হায়
প্রেমের লাগিয়া আমি জাগি একা প্রেম ঘুমাইয়া যায়।

২০

বেদনা-সাগর উথলে পরাণে আঁখি ধারা হয়ে ঝরে
অজানিতে মোর অশ্রু ঝরিল তোমার দেহের পরে
ভীরু হরিণীর চাহনি লইয়া চকিতে জাগিলে তুমি
"আর কিছু নয়, বিরহের ভয়" কহিলাম আঁখি চুমি'।

২১

স্বপন-বুলানো রাত্রি পোহালো ভোরের সানাই বাজে
সানাই নয় সে কলের বাঁশরী যন্ত্রপুরীর মাঝে,
সূর্য্যের মুখে কলঙ্ক-কালি ছড়ায়ে নিঠুর সুখে
দাঁড়ায়ে রয়েছে বিরাট দানব মাটির ধরার বুকে।

২২

মনে হয় যেন সেথায় খেলে না ধরণীর আলো-ছায়া
আসে না বুঝি বা কুসুমের মাস আর রামধনু-মায়া
কি জানি কি এক বেদনার-জ্বালা সরোষে শ্বসিয়া মরে
জীবনের শাঁস শুকায়ে সেথায় খোসা হয়ে শুধু ঝরে।

২৩

মনে আছে তুমি মরমে শিহরি' কহিলে কাতরে ডাকি,
"এযে ভুল ওগো এ নহে সত্য কি হবে হেথায় থাকি ?
পৃথিবী হেথায় গিয়াছে মরিয়া কঙ্কাল শুধু আছে।
মৃত্যু-গরল পান করি' হায় মানুষ কেমনে বাঁচে ?"

২৪

মানসী আমার কয়েছিনু আমি, "এই তো দুনিয়া জানি
ভুল তব অই ফুল-ফোটা আর ভুল কবিতার বাণী
মানুষ মরিবে ললাট হানিয়া পাষাণ-বেদীর তলে
কোথা শিব আর কোথা সুন্দর অন্ধ ভূমণ্ডলে ?"

২৫

"মহাকাল চলে সৃষ্টি-নাশন মৃত্যু-ছড়ানো রথে
চাকার পেষণে ধূলি হয়ে গেল কত জন এই পথে
বিধাতা গড়েছে মাটীর পৃথিবী ধ্বংস-সুখের লাগি'
নিজের খেল্‌না নিজে ভাঙ্গে তাই শিশু-ভগবান জাগি'।"

২৬

একমনে তুমি শুনেছিলে মোর দগ্ধ মনের কথা
সারা দেহে তব আছিল জড়ায়ে পাষাণের নীরবতা।
মৃদু ঝর্ণার ভাষা লয়ে শেষে কহিলে সজল স্বরে
"হেথা নয় ওগো আর হেথা নয় মোরে নিয়ে চল' দূরে"।

২৭

ফণি-মনসার কণ্টকে গাঁথা কাঁকর-বিছান পথে
চলিলাম দোঁহে, ঝরিল অশ্রু দুজনার আঁখি হ'তে
নিরুদ্দেশের যাত্রী আমরা অমৃতের সন্ধানী
ব্যথার সিন্ধু মন্থন করি মিলিবে কি নাহি জানি।

২৮

কলের ধোঁয়ায় ধূসর আকাশ বলাকা উড়িয়া যায়
যক্ষ-যুগের একখানি মেঘ ভাসে নব মহিমায়
প্রথম আষাঢ় কাজল মাথায় জম্বু-কানন ঘিরে
মানুষ শুধু যে মরিয়া গিয়াছে তাই ভাসি আঁখি নীরে।

২৯

সোনালী আলোয় শ্বেত-মহলের মীণার-চূড়াটি দেখি
পাথরে ঢাকা সে নিরেট স্পর্দ্ধা যেন আর সবি মেকি
মনে আছে কিগো সোনার মানসী কহিনু তোমারে ধীরে
"সোনা-জহরৎ কিনিয়া নিয়েছে বিশ্বের প্রকৃতিরে।"

৩০

সাত-মহলা সে প্রাসাদ-পুরীর কোন্ সে মহল হ'তে
ভেসে আসে গান আলো-ঝলমল মণি-বাতায়ন পথে
শুধাইলে তুমি "কার তরে গান? গাহিছে সে কোন্ গুণী?"
"নিলাজ কণ্ঠে চাটুকার গাহে দূর হতে তাই শুনি।"

৩১

হীরার পাহাড় উঠিয়াছে জাগি অই যে ধরার বুকে
তাহারে ঘিরিয়া অশ্রু-গঙ্গা বয়ে যায় নিজ দুখে
জানিতে চাহ কি কাহার অশ্রু কোথা হতে কোথা যায়
কোটী মানবের বেদনা গলিয়া শিবের চরণ চায়।

৩২

পথের ভিখারী আমি কাঁদি নাতো মুছিয়া নিয়েছি আঁখি
কত যে হারানু পাই নাই কত কি হবে স্মরণে রাখি ?
মাণিক লভিয়া নিয়েছিনু হাতে ধূলি হয়ে গেল ঝ'রে
তাই হাতে পেনু তব চারু-হাত চলিতে পথের পরে।

৩৩

তুমি আর আমি দুটি ধারা আসি' মিলেছি ইন্দ্রজালে
তব কলতান মিশিয়াছে মোর মত্ত গতির তালে
বৈশাখী ঝড় বন্দী হয়েছে রজনী-গন্ধা-বনে,
পারিজাত-মধু কেমনে মিশিল ধুতুরা-গরল সনে !

৩৪

গোধূলি জ্বালিছে দিবসের চিতা আকাশের আঙ্গিনায়
চক্রবাকের বিরহ-বিলাপে মুকুল শিহরি চায়।
তব কম্পিত বাহু-বল্লরী ঘিরিল আমার দেহ
সেদিনের তুমি প্রেম-ভৃঙ্গারে এনেছিলে অমৃতলেহ।

৩৫

পথের কিনারে পর্ণ-কুটীরে কিশোর-কিশোরী দুটী
পুতুল-খেলায় মত্ত হয়েছে—জীবনের যেন ছুটি
দুজনারে পেয়ে দুজনে ভুলেছে বাহির বিশ্বটিরে
পুতুলের বিয়ে দিল তারা সুখে সন্ধ্যার ছায়া-তীরে।

৩৬

তুমি আর আমি মাটীর পুতুল কে যেন খেলিছে খেলা
দুটি প্রাণ ল'য়ে কত ভাঙ্গা-গড়া কত সাধ হেলা-ফেলা !
বেদনা-পুলকে সুধায়-গরলে জীবন আজিও বাঁচে
পুতুল আমরা মোদের হিয়ায় কিশোর ঘুমায়ে আছে ।

৩৭

জাগে আজো সাধ ছাড়িয়া যাইতে ধরার ধূসর ধূলি
কাজলিয়া মেঘে যেথায় লেগেছে চাঁদের রূপালী তুলি
নিখিল-শিশুর কামনা যেথায় বাতাসে ভাসিয়া ফিরে
তোমার আমার জীবনের ভেলা সেথা গিয়ে যেন ভিড়ে।

৩৮

আমি যেন হই ডালিম কুমার রূপ-কথিকার দেশে
তুমি হ'য়ো কোন' রাজার কন্যা আমারেই ভালবেসে
শঙ্খ-ধবল পক্ষীরাজেতে ঘুরিব তোমার লাগি'।
মোতি-পালঙ্কে রহিবে কন্যা আমার ধেয়ানে জাগি'।

৩৯

তোমারে চাহিয়া গিরি কান্তার অবহেলে হবো পার
কত দানবীর ছলনা জিনিব অসিমুখে দিয়ে ধার।
ক্ষীরদ-সায়রে ডুবিয়া দেখিব প্রবাল-সৌধ নব
হীরামন পাখী হয়তো কহিবে পথের কথাটি তব।

৪০

বিরহিনী তুমি সখিজন পাশে শুধাবে আমার কথা
আভরণে আর নাহি যাবে মন ভুলিবে কাজল-লতা
এমনি করিয়া দিন হবে রাতি রজনী পোহাবে আর
হয়তো মিলন হবে না কখনো চাওয়া হবে শুধু সার ।

৪১

এই ধরণীর ক্ষণিক মিলনে শান্তি কোথাও নাই
তার চেয়ে ভাল রূপ-কথিকার সেই চির-চাওয়াটাই
ভাল ছিল সেই বিরহ ভরিয়া মিলনের মধু-আশা
তব সুরে হায় রহিত জাগিয়া আমার মরম-ভাষা ।

৪২

কত উড়ন্ত কল্পনা-পাখী রঙ্গীন পক্ষ মেলি
গিয়েছিলো ভাসি কোন্ অলকায জীর্ণ পৃথিবী ফেলি'!
মুকুর আনিয়া চেয়ে দেখ আজ আপন নয়ন-পানে
সেদিনের সেই স্বপন-সুষমা কোথা গেল কেবা জানে!

৪৩

সন্ধ্যা তখন বিদায় নিয়েছে অশ্রু-শিশির রেখে
তারা-ফুলগুলি ফুটেছে আকাশে ঝরাফুল পথে দেখে
ঘাটের পাটনী শেষ ক'রে খেয়া শেষ গীতি গাহে সুখে
দিগন্ত হতে এলো বিহঙ্গ শীতল নীড়ের বুকে।

৪৪

রাত্রি তখন ঘনায়েছে তব ভ্রমর-কৃষ্ণ চুলে
তব মুখ-শশী পুলকে নিরখি আকাশের চাঁদে ভুলে,
পাহাড়িয়া সুরে গাঁথিয়া কামনা কি গান গাইয়াছিলে!
পৃথিবীর শবে দিয়েছিনু প্রাণ তুমি আর আমি মিলে।

৪৫

মনে হয়েছিলো ভাঙ্গিয়া দিয়েছি মৃত্যুর কারাগার
নয়ন-সমুখে উথলিছে হেরি অমৃতের পারাবার ;
খেয়ালী দেবতা মহাকাল বুঝি পরাজয়ে হলো ম্লান
আকাশ ভরিয়া তাই শুনি প্রেম-চিরন্তনীর গান।

৪৬

সুদূরে দেখিনু যুগল তারকা খসিয়া পড়িল হায়
বেদনায় জ্বালা দুটি শিখা যেন নিভে গেল বেদনায় ;
হিমানী শীতল ভয়ের পরশ শিথিল করিল হিয়া,
মনে হলো অই যুগল তারকা তুমি আর আমি প্রিয়া।

৪৭

যে পথ বাহিয়া চলিয়াছি দোঁহে চরণ-চিহ্ন রাখি'
তিয়াসা-জড়িত যে গান গাহিছ অন্তরে মোরে ডাকি,'
সে পথে সে গান কত জন গাহি কোথায় গিয়েছে চলে,
আজিকার পথ আজি এ পৃথিবী সে কথা কিছুনা বলে।

৪৮

তোমারে আমারে ভুলিবে সবাই ভুলের ধরণী এ যে
বিশ্ব-বীণার দুটী সুর হয়ে মোরা উঠেছিনু বেজে,
কে বাজালো হায় জানিব না তারে এই টুকু শুধু জানি,
পথ-চারী হয়ে হারায়ে যাবে যে তোমার আমার বাণী।

৪৯

কোথা হতে নামে মায়া-যবনিকা দুজনার মাঝে হায়!
আমার নয়নে কুয়াসা জড়ালো তুমি কি দেখ না তায়?
তুমি কয়েছিলে "ওগো প্রিয়তম আমারে ঘিরিল মেঘে"
দুজনার মাঝে ঘুমানো বিরহ এতদিনে উঠে জেগে।

৫০

সেদিন হইতে তোমার মাঝারে তোমারে পাইনা খুঁজি'
পাইনা আমার হারানো প্রেমেরে প্রেমের মূরতি পূজি'
আমারে ঘিরিয়া তোমার মাধুরী আজিও দেখিতে পাই,
কাঁদে হিয়া মোর, তব রূপমাঝে তুমি যে কোথাও নাই।

৫১

কাহার পরশে মোমের মতন টুটিল স্বপ্ন-মায়া
মেঘ-বাতায়নে একাদশী চাঁদ নয়নে সলাজ ছায়া
স্বপন ভেলায় কোথা গিয়েছিনু আবার আসিনু ফিরে
ঝিম ঝিম ঝিম ঝিমাইছে ঝাউ রাত্রি বাড়িছে ধীরে।

৫২

কখন নয়নে নেমেছিল জল রেখা তার মুছে নাই,
ধরার ধূলায় ফিরিতে আবার ভুলে-যাওয়া ব্যথা পাই।
উৎসব-শেষে ভাঙ্গা বাসরের বিজন বেদনা বুকে ;
জীবনের হাটে বেচা-কেনা বুঝি সকলি গিয়েছে চুকে !

৫৩

"উদয়-তোরণে প্রভাত আসিছে" কে যেন কহিল ডাকি'
আর কেহ নয় তুমি কয়েছিলে আমার পিছনে থাকি'।
কখন জাগিয়া দিয়েছ জ্বালায়ে নিভানো প্রদীপটিরে
বেভুল নিদ্রা তেয়াগি' এসেছ নব-জাগরণে ফিরে।

৫৪

রাতের প্রহরী নির্জ্জন পথে প্রহর হাঁকিয়া চলে
জীবন-পদ্মে মলিন পাপড়ি ঝরে যায় পলে পলে ;
কহিলাম আমি "শোন' গো মানসী আর যে সময় নাই—
জনমের মত হৃদয় ভরিয়া বারেক তোমারে চাই।"

৫৫

তুমি কয়েছিলে "যেথা হলো শেষ নূতনের সেথা সুরু
কোন্ ছায়া-ভয়ে ভীরু হিয়া তব করে আজ দুরু দুরু ?
চৈত্র-দিনের অন্তিম-শ্বাসে নব-মহুয়া সে জাগে
দেখ নাকি অই জীবন জাগিছে জীবনের অনুরাগে ?

৫৬

—বনানীর বুকে ঝড় উঠেছিলো সে ঝড় বিদায় নিল
অমলিন চাঁদ আলো-উত্তরী আবার বিছায়ে দিল
নব-তৃণদলে অশ্রু-আলোকে জ্বলিছে মাণিক-জ্বালা
ঝরা ফুল ল'য়ে এবার গাঁথিবে নব-মিলনের মালা।"

৫৭

"মানসী আমার, অস্ততারকা হাতছানি দিয়ে ডাকে
চিরন্তনীর যাত্রী যাহারা তা'রা কি বসিয়া থাকে?
কত মরুভূমি রয়েছে সমুখে এবার চলিতে হবে
শুনিছ কি প্রিয়া রাত-জাগা পাখী প্রভাতী গাহিছে নভে—?

৫৮

আমার ক্লান্তি ঘনালে মানসী আঁচল বিছায়ে দিও
বহু দিবসের ভুলে-যাওয়া নামে আমারে ডাকিয়া নিও
তোমার নয়নে তন্দ্রা নামিলে আমি তো রহিবো পাশে
অজানা পথের নিশানা খুঁজিব বেদনার উল্লাসে।—

৫৯

দূর হতে দূরে আরো দূরে যাবো কোথায় কেহ না জানি
পথের দুধারে ছড়াবো মানসী মরমের যত বাণী
পিঙ্গল নভে নীল-শিখা হয়ে জ্বলিবে দিবস-রাতি
সেই তো মোদের প্রয়ান-পথের চির-মঙ্গল বাতি।

৬০

যেথায় সূর্য্য জ্বলিয়া গিয়াছে চন্দ্র অমিয়-হারা
তোমার আমার মিলন-বিরহ সেথায় হইবে সারা,
দুটি হিয়া লাগি দু'ফোঁটা অশ্রু কেহ না ফেলিবে আর
স্রোতে-ভাসা ফুল ভাসিয়া গেল যে চিহ্ন রবে না তার।

শেষ

UNIVERSITY OF CHICAGO
099 965 132